যৌথ পেট্রোলিং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

www.nishorgo.org

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প

অর্থায়নেঃ ইউ এস এ আই ডি

নিসর্গ

Nishorgo Support Project

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

যৌথ পেট্রোলিং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প
বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প
অর্থায়নেঃ ইউ এস এ আই ডি

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ভূমিকা

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ এই বাংলাদেশ। এক সময় জীববৈচিত্র সম্মৃদ্ধ অরণ্য ছিলো আমাদের ঐতিহ্য। ধীরে ধীরে আমাদের এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। গভীর অরণ্য, বিভিন্ন প্রজাতির পশু ও পাখী যা ছিলো আমাদের গর্ব তা অবলুপ্তির পথে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, লোভ ইত্যাদি আমাদের দেশকে ক্রমশ বৃক্ষশুন্য করছে। হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখী।

বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৭.১ ভাগ। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনের পরিমাণ ১.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১০.৩৬ ভাগ মাত্র। ১৯৭০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের দেশের আয়তন অনুযায়ী যে বনাঞ্চল থাকার কথা তার তুলনায় অবশিষ্ট বনের পরিমাণ অনেক কম।

শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক ফরেস্ট গার্ড দিয়ে এই বন রক্ষা করা যাচ্ছে না এবং কোনভাবে সম্ভবও নয়। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দেখতে হবে বন রক্ষাকারী হিসাবে, বন ধ্বংসকারী হিসাবে নয়। দ্রুত অপসৃয়মান এই বন রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ জরুরি। এ জন্য বনের উপর নির্ভরশীল জনগণের মধ্য থেকেই গড়ে তুলতে হবে বনরক্ষাকারী দল যারা বনবিভাগের সাথে বন রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে; যা যৌথ পেট্রোলিং হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা
১.	নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প ও এর মূল লক্ষ্য	১
২.	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও যৌথ পেট্রোলিং	১
৩.	যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্ধারণ পদ্ধতি	৩
৪.	যৌথ পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায়-দায়িত্ব	৪
৫.	যৌথ পেট্রোলিং - এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	৭
৬.	যৌথ পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি	৭
৭.	দায়বদ্ধতা	৮
৮.	মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ	৮
৯.	অঙ্গীকারনামা	১০
১০.	যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর	১২

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প ও এর মূল লক্ষ্য

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প বাংলাদেশ বন বিভাগের একটি প্রকল্প। ইউ এস এ আই ডি'র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের পাঁচটি রক্ষিত বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জুলাই ২০০৪ সাল হতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন বিভাগের সাথে স্থানীয় তথা জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রক্ষিত বন এলাকার ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রে রেখে নিসর্গ প্রকল্পের ধারণা গড়ে উঠেছে।

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও বিদ্যমান অবশিষ্ট জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা।

প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্পটি বাংলাদেশের পাঁচটি রক্ষিত এলাকা যথাক্রমে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও টেকনাফ গেম রিজার্ভ-এ সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়ন করছে।

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও যৌথ পেট্রোলিং

রক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরের এবং আশেপাশের জনগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত স্থানীয় বন ও বনজসম্পদের উপর

নির্ভরশীল। নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প রক্ষিত বনাঞ্চলের উপর এই নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য অন্যান্য উদ্যোগের সাথে সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল, বিকল্প আয়বর্দ্ধক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে এটা যথার্থ যে এসকল কর্মসূচির সফলতা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাৎক্ষনিকভাবে বৃক্ষ নিধন বন্ধ না করলে রক্ষিত বনাঞ্চলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও উজাড় হয়ে যাবে। তাই বনের উপর নির্ভরশীল স্টেকহোল্ডারদের ধরণ অনুযায়ী চাহিদা ও বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ জন্য রক্ষিত এলাকার আশেপাশের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মাধ্যমে বনজ সম্পদ রক্ষা করার উপায় খোঁজার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনে সময়োপযোগী ও কার্যকরী পন্থা নিরুপনের জন্য বন বিভাগ স্থানীয় জনগণের সাথে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বনবিভাগ ও স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যকার নিয়মিত আলোচনার ফোরামকেই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আশা করা যায় স্থানীয় বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উদ্যোগে ফরেস্ট গার্ড এবং স্থানীয় উপযোগী স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে যৌথ পেট্রোলিং দল গঠন করে পালাক্রমে যদি বন প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত করা যায় তাহলে রক্ষিত এলাকার বনজ সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বন বিভাগের মাঠ কর্মীগণের যৌথ অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বে যৌথ পেট্রোলিং বা টহল দলের পাহারা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

যৌথ পেট্রোলিং হচ্ছে বন ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ সদা সতর্ক প্রক্রিয়া। রক্ষিত এলাকার ভিতর ও আশেপাশের আশেপাশের জনগণ হতে বাছাইকৃত লোক দ্বারা এই সংঘবদ্ধ দল গঠিত হয়। তারা বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যৌথভাবে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত।

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্ধারণ পদ্ধতি

স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে নিম্নলিখিত মাপকাঠির ভিত্তিতে যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হবে:

- যাদের বয়স ১৮-৫০ বছরের মধ্যে এবং সমাজবিরোধী/ রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়
- যাদের আয়/রোজগার বনের উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারে সক্ষম পুরুষ/মহিলা সদস্য
- নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প সংগঠিত ফরেস্ট ইউজার গ্রুপ সদস্য
- ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্প দলের সদস্য
- ফরেস্ট ভিলেজার
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সক্ষম সদস্য
- স্থানীয় প্রয়োজনে ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অন্য কেউ

ফরেষ্ট বিট অফিসার নিকটবর্তী এলাকার কাউন্সিল সদস্যের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত সদস্যদের তালিকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উত্থাপন করবেন।

কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্ধারণ চূড়ান্ত হওয়ার পর তাদের তালিকা ও এক কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

যৌথ পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায়-দায়িত্ব

১. স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে যৌথ পেট্রোল দলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। যেমন, ৪২ সদস্যের একটি দলকে ৬ জন করে ৭টি ছোট দলে ভাগ করে দেয়া, যার ৩ জন দিনে ও বাকী ৩ জন রাতে টহল দিবে। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, ২০ - ৩০ জন সদস্য যারা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে টহল দিবে।

২. টহল এলাকার নামানুসারে প্রতিটি দলের একটি করে নাম থাকবে।

৩. সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প বা বিট অফিসারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি পেট্রোলিং দলের জন্য টহল এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব মিলে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন, যা পেট্রোলিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪. সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার/ক্যাম্প অফিসার/ এলাকার কাউন্সিল সদস্য পেট্রোলিং দলের সভাপতিসহ সদস্যগণের দৈনন্দিন ডিউটি রেজিস্টার পরিচালনাও নিয়ন্ত্রন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় তা প্রত্যয়িত হবে।

৫. প্রতিদিন যৌথ পেট্রোলিং দলের সাথে ফরেস্ট গার্ড অবশ্যই টহলে অংশগ্রহণ করবেন। যা সদস্য সচিব নিশ্চিত করবেন এবং সাপ্তাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট রোস্টার/সিডিউল অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

৬. মাসে কমপক্ষে দুইবার পেট্রোল দলের সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট বিট অফিসারের/ক্যাম্প অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকা টহল দেবে।

৭. টহল দলের সদস্যগণ শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবে এবং তা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানাবে।

৮. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য বন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে এই মর্মে একটি অংগীকারনামা প্রদান করবে।

৯. টহলকালীন সময়ে অবশ্যই নির্ধারিত পোষাক পড়তে হবে।

১০. পেট্রোলিং দল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবেন। যেমনঃ অবৈধ গাছ কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে মামলা না করে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১১. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিস/নিকটবর্তী কাউন্সিল সদস্যকে জানাবে এবং তা আটকে সহায়তা করবে।

১২. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা পেট্রোলিং দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বনবিভাগের কর্মীদের অবহিত করবে, তা উদ্ধারে কাংক্ষিত সহযোগিতা করবে এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করবে।

১৩. বনজ সম্পদ আটক করলে তার তালিকা তৈরী করবে ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবে ও তালিকায় দ্রব্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারী তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবে।

১৪. প্রতি ১৫ দিন পর পর টহল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি প্রতিবেদন বিট অফিসারের মাধ্যমে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে ১৫ দিনের অবস্থা উল্লেখ থাকবে।

১৫. বর্তমানে রক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরি রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবে।

১৭. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৮. যৌথ পেট্রোলিং দলের কোন সদস্য যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যাক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হয় অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে তাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেয়া যাবে।

যৌথ পেট্রোলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যগণকে ইউনিফর্ম, জাঙ্গল বুট, হুইসেল/বাঁশী, রিচার্জএ্যাবল তিন ব্যাটারি টর্চ লাইট, রেইনকোট/ছাতা, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি প্রদান করা।

যৌথ পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি

১. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া।

২. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য (ইকো-ট্যুরিজমসহ) অগ্রাধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণভিত্তিক সহায়তা প্রদান।

১১. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিস/নিকটবর্তী কাউন্সিল সদস্যকে জানাবে এবং তা আটকে সহায়তা করবে।

১২. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা পেট্রোলিং দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বনবিভাগের কর্মীদের অবহিত করবে, তা উদ্ধারে কাংঙ্খিত সহযোগিতা করবে এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করবে।

১৩. বনজ সম্পদ আটক করলে তার তালিকা তৈরী করবে ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবে ও তালিকায় দ্রব্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারী তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবে।

১৪. প্রতি ১৫ দিন পর পর টহল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি প্রতিবেদন বিট অফিসারের মাধ্যমে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে ১৫ দিনের অবস্থা উল্লেখ থাকবে।

১৫. বর্তমানে রক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরি রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবে।

১৭. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৮. যৌথ পেট্রোলিং দলের কোন সদস্য যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যাক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হয় অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে তাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেয়া যাবে।

যৌথ পেট্রোলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যগণকে ইউনিফর্ম, জাঙ্গল বুট, হুইসেল/বাঁশী, রিচার্জএ্যাবল তিন ব্যাটারি টর্চ লাইট, রেইনকোট/ছাতা, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি প্রদান করা।

যৌথ পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি

১. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া।

২. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য (ইকো-ট্যুরিজমসহ) অগ্রাধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণভিত্তিক সহায়তা প্রদান।

৩. সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া
৪. দায়িত্বপালনরত অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা কোন বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে/ মৃত্যুবরণ করলে তার চিকিৎসা ব্যয় বহন করা/পরিবারকে সহায়তা প্রদান
৫. পেট্রোলিং এর সাথে সম্পর্কিত আইন-কানুন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এর প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৬. বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক গৃহীত রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে (গাছ মার্কিং, বনায়ন প্রভৃতি) শ্রমিক হিসাবে পেট্রোলিং দলের সদস্যদের নিযুক্ত করা/অগ্রাধিকার দেয়া

দায়বদ্ধতা

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যরা তাদের টহল সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিবের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ

যৌথ পেট্রোলিং দলের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্বে থাকবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন, সদস্য সচিব, সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

যৌথ টহল দলের প্রতিবেদন ছক

তারিখ	টহল এলাকা	ঘটনার বিবরণ	কাকে অবহিত করা হয়েছিলো	মন্তব্য

প্রদানকারীর স্বাক্ষর
.....
সভাপতি
.....টহল দল

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর
.....
ক্যাম্প /বিট অফিসার
.....ক্যাম্প/ বিট

অঙ্গীকারনামা

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যরা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দেব এবং গাছ রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকবো। আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যেঃ

১. আমরা বন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন সকল ধরণের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবো।

২. আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ যেমনঃ অবৈধ গাছ কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা, চারণ ভূমিতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করবো।

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিসে জানাবো এবং তা আটকে সহায়তা করবো।

৪. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বনবিভাগের কর্মীদের অবহিত করবো, তা উদ্ধারে কাঙ্খিত সহযোগিতা করবো এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করবো।

বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবো।

রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরি রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবো।

নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবো।

আমরা হঠাৎ করো পাহারা তৎপরতা বন্ধ করতে পারবো না। পাহারা দিতে অপারগ হলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির বরাবর লিখিত দরখাস্ত দিবো এবং তা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে সমুদয় পাহারা উপকরণ ফেরত দিয়ে অব্যাহতি নিবো।

যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যাক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হই অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হই তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি আমাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেবেন এবং আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করলে তা মানতে বাধ্য থাকবো।

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	স্বাক্ষর